কতটা নিরাপদ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

পারমাণবিক শক্তি-শুনলেই অনেকের মনে ভেসে ওঠে ভয় কিংবা অজানা আশঙ্কা। পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন গোটা বিশ্বেই অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি প্রক্রিয়া। এই ধরনের স্থাপনা নির্মাণে পেরোতে হয় নিরাপত্তামূলক নানা ধাপ। রূপপুরে ব্যবহৃত তৃতীয় প্রজন্মের রিঅ্যাক্টর প্রযুক্তি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতেও স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কাজ করে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পারমাণবিক স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা বা আইএইএ এর নিরাপত্তা মান- কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়।
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট, ফুয়েল লোডিং কমিশনিং লাইসেন্স পাওয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালুর চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
তারা বলছেন, ফুয়েল লোডিং এর মাধ্যমে রিঅ্যাক্টর বা চুল্লিতে পারমাণবিক জ্বালানি স্থাপন করা হয় এবং ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনই নয়, বরং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই এখন বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ। প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণযজ্ঞ শেষে এখন শুরু হচ্ছে এর কার্যকারিতার মূল ধাপ।

প্রাকৃতিক গ্যাস সঙ্কট

বিকল্প সমাধান হতে পারে পানি দিয়ে পরিচালিত চুলা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে গোটা বিশ্বই প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের দিকে ঝুঁকছে।
গ্রিন এনার্জি সমাধানে এরই মধ্যে বহু কাজ হয়েছে। জ্বালানিপণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবসময় আমদানিনির্ভর হওয়ায় নবায়নযোগ্য উৎস বা বিকল্প প্রযুক্তিগত সমাধানের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সমাধানও রয়েছে। কিন্তু আমরা প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাকে সম্ভবত গুরুত্ব দিতে পারছি না। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এক্ষেত্রে সম্প্রতি একটি নতুন চমক দেখিয়েছে। দেশটির বেসরকারি জ্বালানি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান গ্রিনভাইজ একটি চুলা তৈরি করেছে। এতে পাইপলাইন নেই, আগুন জ্বালাতে সিলিন্ডারও লাগে না। শুধু পানি থাকলেই চলে। গ্রিনভাইজ এ চুলার নাম দিয়েছে 'প্লাগ অ্যান্ড প্লে হাইড্রোজেন চুলা'। সামান্য একটু পানি ঢেলে সুইচ চাপলেই চুলার ভেতর জ্বালানি তৈরি হয়। মূলত 'নব' ঘোরালে পানিতে থাকা হাইড্রোজেন আলাদা হয় এবং এটিই মূলত জ্বালানি হিসেবে পোড়ে। চুলাটি এরই মধ্যে অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভারতের ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি প্রযুক্তিটিকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। অর্থাৎ নীতিপর্যায়ে সুস্পষ্ট সহযোগিতা ও উৎসাহ পাওয়ায় এ ধরনের বিকল্প উদ্ভাবন হচ্ছে। বাংলাদেশ এ উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশীয় পরিসরেই এ ধরনের চুলা বানানোর পদক্ষেপ নিতে পারে।
যদিও বলা হচ্ছে, এটি ভারতের উদ্ভাবন। কিন্তু বুঝতে হবে, প্রযুক্তিটি একেবারে নতুন নয়। পানি থেকে জ্বালানি তৈরির কার্যক্রম সেই ১৯৬০ সালে সেফফ্লেম প্রজেক্টের মাধ্যমে শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্রে। সচরাচর এ প্রযুক্তিকে 'অক্সি-হাইড্রোজেন টর্চ' বলে অভিহিত করা হয়। তবে এটিকে প্রথাগত জ্বালানি কিংবা গ্যাসের বিকল্প

আমরা প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাকে সম্ভবত গুরুত্ব দিতে পারছি না

হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রেই মূলত এর ব্যবহার করা যায়। গ্রিনভাইজও জানিয়েছে, তারা মূলত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও যেসব স্থানে জীবাশ্ম জ্বালানি কিংবা বিদ্যুতের চাহিদাগত অভাব রয়েছে, সেসব জায়গায় এ চুলা বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে প্রোটোন এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন (পিইএম) ইলেকট্রোলাইজার সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি সংযোগ থাকায় 'নব' ঘুরালেই পানির অণু ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আলাদা হয়ে যায়। হাইড্রোজেন আগুনের উৎস আর অক্সিজেন বাতাসে মিলিয়ে যায়। ফলে এটি ব্যয়সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব একটি প্রকৌশল। হাইড্রোজেন জ্বালানির বড় সুবিধা, এটি জ্বললেও কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় না, তাই ধোঁয়াও হয় না। চুলাটি ব্যয়সাশ্রয়ী, কারণ মাত্র এক ইউনিট (এক কিলোওয়াট) বিদ্যুৎ আর ১০০ মিলিলিটার পানি হলে প্রায় ৬ ঘণ্টা রান্না করা সম্ভব। এছাড়া আরেকটি সুবিধা হলো সৌরশক্তির সঙ্গে এর সংযোগ। সৌর জ্বালানি ব্যবহার করে দিনের বেলায় এ চুলা জ্বালানো সম্ভব। আবার রাতে ব্যাটারির সংযোগ থেকে আগুন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কেনার খরচ বাদে আগুনের জন্য আদতে বাড়তি ব্যয় নেই।
দেশে গ্যাস সংকট নতুন কিছু নয়, আবার নতুন সংযোগও বন্ধ। সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে। বিদ্যুতের দামও বাড়তি। এ বাস্তবতায় এ ধরনের প্রযুক্তির দিকে মনোযোগ দিতে পারলে জ্বালানি সংকটের বিকল্প তৈরি করা কঠিন কিছু হবে না। যদিও এ প্রযুক্তি সাধারণ গৃহস্থালি কাজের জন্য উপযুক্ত, কিন্তু এর মূল্য সাধ্যের মধ্যে এখনো আসেনি। ভারতে উদ্ভাবিত এ চুলার এক স্টোভের ইউনিটের দাম ১ লাখ ১০ হাজার ভারতীয় রুপি। আর দুই স্টোভের চুলার মূল্য দেড় লাখ ভারতীয় রুপি। গ্রিনভাইজ জানিয়েছে, ধীরে ধীরে এর বিক্রি বাড়লে দাম কমবে। অর্থাৎ আমরাও দেশীয় পরিসরে এ ধরনের প্রযুক্তির দিকে মনোযোগ দিলে তার মূল্য সাধারণ গৃহস্থালির ক্রয়সাধ্যের মধ্যে চলে আসবে। তবে এটিকে বিলাসী প্রযুক্তি বলে অবহেলারও সুযোগ নেই। কারণ দেশে বাণিজ্যিক বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, স্বর্ণ ও কারিগরি খাতে এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যয় কমাতে সহায়ক হবে। গ্রিন এনার্জি অর্থনীতির দিকে এগোনোর ক্ষেত্রে তাই উদাহরণটিকে আমরা বিবেচনা করতে পারি। অক্সি-হাইড্রোজেন চুলার প্রযুক্তি জটিল নয়। দেশের প্রকৌশলীরা সহজেই এর সাশ্রয়ী মডেল তৈরি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা ও উদ্ভাবন সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। এ বিষয়ে প্রণোদনা ও উৎসাহ দিতে হবে সরকারকে।
দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এর প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে গবেষণা করে দেশের জন্য সাশ্রয়ী এমন চুলা তৈরি করা যেতে পারে। প্রযুক্তিটিকে সাধারণ মানুষের ক্রয়সাধ্যে আনার জন্য বারবার আধুনিকায়ন ও মডিফাইয়ের দিকে যেতে হবে।

সমন্বিত আবাসন

আধুনিক জীবনযাত্রার নতুন দিগন্ত

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

সকালের হিমেল হাওয়া ভেসে আসছে। জানালার পর্দা সরাতেই চোখে পড়ছে নীল জলরাশির সুইমিংপুল আর চারপাশের সাজানো সবুজ বাগান। একটু দূরেই আধুনিক জিমনেসিয়ামে শরীরচর্চা করছেন প্রতিবেশীরা। শিশুদের খেলার জন্য রয়েছে নিরাপদ উন্মুক্ত মাঠ আর বয়স্কদের হাঁটার জন্য আলাদা ওয়াকওয়ে। নেই যানজটের শব্দ, নেই ধুলাবালুর উপদ্রব। এটি কোনো বিদেশের দৃশ্য নয়, বরং রাজধানী ঢাকা ও তার আশপাশে গড়ে ওঠা আধুনিক 'সমন্বিত আবাসন' বা 'ইন্টিগ্রেটেড হাউজিং'-এর প্রাত্যহিক চিত্র।
আবাসন খাতের দীর্ঘদিনের বিবর্তন শেষে এখন আমরা এমন এক যুগে দাঁড়িয়েছি, যেখানে মানুষের চাহিদা কেবল চার দেয়ালের একটি ফ্ল্যাট নয়। আধুনিক নাগরিকেরা এখন এমন এক ঠিকানা খুঁজছেন, যেখানে নিরাপত্তা, বিনোদন, স্বাস্থ্য ও আভিজাত্যড়সবই থাকবে এক সীমানার ভেতর। আর এই চাহিদা ঘিরেই বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কনডোমিনিয়াম ও গেটেড কমিউনিটি। দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো এ ধরনের প্রকল্পে এখন বেশি নজর দিচ্ছে। এ ধরনের আবাসনে ক্রেতাদেরও কদর বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বেশ কয়েকটি কোম্পানির কর্মকর্তারা।
ফ্ল্যাটের সঙ্গে বিশেষ সুবিধা: জীবনযাপনে পূর্ণতা গত এক দশকে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও রুচির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আগে একটি ফ্ল্যাট কেনার সময় মানুষ শুধু তার বর্গফুট আর লোকেশন দেখত। কিন্তু এখন ক্রেতারা গুরুত্ব দিচ্ছেন 'মানসম্মত জীবনযাত্রা'কে। সমন্বিত আবাসনে ফ্ল্যাটের মূল্যের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে অসংখ্য প্রিমিয়াম সুবিধা:
কমিউনিটি স্পেস: উৎসব বা সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা ব্যাংকুয়েট হল।
ইনডোর গেমস ও জিম: টেবিল টেনিস, বিলিয়ার্ড থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক শরীরচর্চা কেন্দ্র।
সুরক্ষিত পরিবেশ: ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি পর্যবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষিত সিকিউরিটি গার্ড।
দৈনন্দিন প্রয়োজন: একই সীমানার মধ্যে সুপারশপ, ফার্মেসি, এমনকি এটিএম বুথ।
হাঁটা ও সাঁতার কাটা: এমন আবাসনে আলাদা হাঁটার জায়গা ও সুইমিংপুল রাখা হচ্ছে।
কন্ডোমিনিয়াম ও গেটেড কমিউনিটির বিবর্তন
বাংলাদেশে আবাসন খাতের রূপান্তরের মূলে রয়েছে 'কনডোমিনিয়াম'। মূলত বড় জায়গার ওপর যখন সুউচ্চ একাধিক ভবন এবং প্রচুর খোলা জায়গা রাখা হয়, তাকেই কনডোমিনিয়াম বলা হয়। অন্যদিকে 'গেটেড কমিউনিটি' হচ্ছে একটি প্রাচীরবেষ্টিত এলাকা, যেখানে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত এবং ভেতরে নিজস্ব স্বায়ত্তশাসিত সব সুবিধা থাকে।
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আবাসন কোম্পানিগুলোর ভূমিকা বাংলাদেশের আবাসন খাতকে আধুনিক ও বিশ্বমানের রূপ দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে শীর্ষস্থানীয় কিছু ডেভেলপার কোম্পানি।

করপোরেট কর্নার

সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটিতে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্লেয়ার্স ড্রাফট অনুষ্ঠিতঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রীড়াচর্চা বাড়ানো ও পারস্পরিক সম্প্রীতি জোরদারের লক্ষ্য নিয়ে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলোয়াড় বাছাই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) ইউনিভার্সিটির গ্রিন রোড ক্যাম্পাসে 'এসইউ আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬' উপলক্ষে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আজিজ। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ট্রাস্টি বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আলিম। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস ডিভিশনের পরিচালক মেহরাব হোসাইন জসি। অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অ্যাডভোকেট উম্মে সালমা, উপদেষ্টা আজিজুল বারি শিপু, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম এবং উপ-উপাচার্য অধ্যাপক বুলবুল আহামেদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ওয়ালটন গ্রুপের অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক রাবিউল ইসলাম মিল্টনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকেরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্লেয়ার্স ড্রাফটের এ বিশেষ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ও জাকির হাসান। -**বিজ্ঞপ্তি**

ঢাকা বাইক শো ২০২৬-এ সিএফএমওটিওর নতুন লাইনআপ, ই-বাইক ব্র্যান্ড 'জিহো' উন্মোচনঃ রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় অনুষ্ঠিত '১০ম ঢাকা বাইক শো ২০২৬'-এ মোটরসাইকেল ও ইঞ্জিন নির্মাতা সিএফএমওটিও তাদের প্রিমিয়াম ইলেকট্রিক স্কুটার ব্র্যান্ড 'জিহো' উন্মোচন করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের বাজারের জন্য নতুন মোটরসাইকেল লাইনআপও প্রদর্শন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
অনুষ্ঠানে সিএফএমওটিও বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মেজবাহ উদ্দিন মামুন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোরহান উদ্দিন তানবীর ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল কারিম সুমন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সিএফএমওটিওর গ্লোবাল ও স্থানীয় টিম, বাইকিং কমিউনিটির সদস্য, ব্যবহারকারী, অংশীদার এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
প্রদর্শনীতে সিএফএমওটিও তাদের বিদ্যমান পোর্টফোলিও থেকে ৩০০এসআর, ২৫০এসআর, ২৫০এনকে, ৩০০এনকে, ২৫০সিএলসি, ১৫০এসসি ও ২৩০ ডুয়াল মডেল তুলে ধরে। পাশাপাশি নতুন ১৫০ অরা ও ২৫০ ডুয়াল মডেল উন্মোচন করা হয়।-**বিজ্ঞপ্তি**

ডিজিটাল শিক্ষার প্রসারে একসঙ্গে কাজ করবে গ্রামীণফোন ও শিখোঃ সারাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত ডিজিটাল শিক্ষা আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ শুরু করবে গ্রামীণফোন ও অনলাইননির্ভর শিক্ষা প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান শিখো। সম্প্রতি জিপিহাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গ্রামীণফোনের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার সোলায়মান আলম এবং শিখোর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শাহীর চৌধুরী এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি সাক্ষর করেছেন। অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণফোনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান; হেড অব ডিজিটাল বিজনেস জাহিদুজ জামান; হেড অব ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেট কমিউনিকেশনস ও স্ক্রিপ্টো নাফিস আনোয়ার চৌধুরী; হেড অব কনটেন্ট বিজনেস শোমাইল আতাহার; এবং হেড অব প্ল্যাটফর্ম বিজনেস কাজী রাশেদ আব্দাল্লাহ। শিখোর পক্ষ থেকে চিফ অপারেটিং অফিসার ইশমাম চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।-**বিজ্ঞপ্তি**

পিপিপি থেকে বাদ পড়ছে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়নের একটি প্রস্তাব পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) তালিকা থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে সরকার।
প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসেবে গৃহীত হয়, ২০১৮ সালের ৮ নভেম্বর অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন পায়।
এরপর ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি জাইকার অর্থায়নে পিপিপিভুক্ত চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ৫টি যানজটপ্রবণ স্থান উন্নয়ন বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং জাইকা মিশনের মধ্যে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সে প্রেক্ষিতে মাতারবাড়ি বন্দর চালু হওয়ার পর, সেটিকে কার্যকরভাবে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের বেশ কয়েকটি যানজটপ্রবন স্থানে জাইকার অর্থায়নে সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক 'চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
জানা গেছে, পরবর্তীতে পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা (সম্ভাব্য প্রকল্প সমাপ্তিকাল ২০৩০ সাল) এবং ২০২৬ সালের মধ্যে মাতারবাড়ী বন্দর চালুর বিষয়টি বিবেচনা করে চলমান 'চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১)' এর পাশাপাশি

জাইকার ওডিএ অর্থায়নে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের অবশিষ্ট সড়কাংশ উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ জাইকার কাছে অনুরোধ করে।
২০২৪ সালের ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-জাপান যৌথ প্লাটফর্ম সভায় উল্লিখিত প্রকল্পটি (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের অবশিষ্ট সড়কাংশ উন্নয়ন) জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা যায়।
ওই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাইকার অর্থায়নে চট্টগ্রাম হতে চকোরিয়া পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার সড়কাংশের জন্য 'চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২)' গৃহীত হয়। একই ধরনের আরেকটি প্রকল্প চলমান থাকায় এবং আর্থিক কোনো ক্ষতির আশংকা না থাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের আর আবশ্যকতা থাকে না।
যৌক্তিক কারণে প্রকল্পটি পিপিপি তালিকা থেকে প্রত্যাহার করা প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন নিয়ে প্রকল্পটি পিপিপি তালিকা থেকে প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ জানায় পিপিপি কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায়, এই প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্প 'চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২)' জাইকার অর্থায়নে গৃহীত হওয়ায় 'চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১)' পিপিপি তালিকা হতে প্রত্যাহার করার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে বলে জানা গেছে।

গ্রাহকরা সঞ্চয়পত্র কেনার চেয়ে ভাঙছেন বেশি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

সঞ্চয়পত্র কেনায় সামর্থ্য কমেছে মানুষের। যাঁরা আগে কিনেছেন, তাঁদের অনেকেই এখন সঞ্চয়পত্র ভেঙে টাকা তুলে ফেলছেন। যত টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়, এর চেয়ে বেশি টাকার সঞ্চয়পত্র ভেঙে টাকা তুলে ফেলছেন গ্রাহকেরা। এ প্রবণতা কয়েক বছর ধরেই চলছে। এর ফলে চার বছর ধরে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে সরকার ঋণ করতে পারছে না।
অথচ বাজারের এফডিআরসহ অন্যান্য আর্থিক পণ্যে চেয়ে সঞ্চয়পত্রে সুদের হার বেশি। তবু সঞ্চয়পত্রে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ কমেছে।
সঞ্চয়পত্র কেনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্যতম কারণ, উচ্চ মূল্যস্ফীতির ধাক্কা সামলাতে গিয়ে সঞ্চয়পত্রে খাটানোর মতো টাকা থাকছে না মানুষের হাতে। এর মানে, সঞ্চয় করার মতো সামর্থ্য কমেছে মানুষের।
অথচ সীমিত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সঞ্চয়ের ভরসা সরকারের এই সঞ্চয়পত্র। চিকিৎসাসহ বিপদুআপদে টাকার দরকার হলে কিংবা সংসারের খরচের চাপ সামলাতে সঞ্চয়পত্রের মুনাফাই ছিল বাড়তি আয়ের অন্যতম উৎস।
সরকারি তথ্য-উপাত্ত বলছে, মানুষ এখন সঞ্চয়পত্র কেনা যেমন কমিয়েছেন, তেমনি আগের কেনা সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে সংসারের বাড়তি খরচের চাহিদা মেটাচ্ছেন।

ডিএসইতে লেনদেন বাড়লেও অধিকাংশ শেয়ারের মূল্যহ্রাস

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল লেনদেনের পরিমাণ বাড়লেও অধিকাংশ শেয়ারের মূল্যহ্রাস পেয়েছে।
ডিএসই সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বাজারে মোট ৩৯৫টি কোম্পানির ৩৩ কোটি ৬৫ লাখ ৩৬ হাজার ৬৪৪টি শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এতে মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৬ কোটি ৭৩ লাখ ৯ হাজার টাকা।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের কার্যদিবসের তুলনায় ৮ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৩০৮ দশমিক ৮৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে।
তবে ডিএসই-৩০ সূচক ১ দশমিক ৩২ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৬ দশমিক ৪২ পয়েন্টে ও ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৫৪ দশমিক ১৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৯০টির, কমেছে ২৫১টির ও অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৪টির শেয়ারদর।
লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে রয়েছেড় এনসিসি ব্যাংক, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স, সিটি ব্যাংক, তৌফিকা ফুডস, সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট, এশিয়াটিক ল্যাব, ডমিনেজ স্টিল, একমি পেস্টিসাইডস, খান ব্রাদার্স পিপি ও জিকিউ বলপেন।
দর বৃদ্ধির শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে এনসিসি ব্যাংক, রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স, এপেক্স ট্যানারি, সাউথইস্ট ব্যাংক, শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, এপেক্স স্পিনিং, সমতা লেদার, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ইনডেক্স অ্যাগ্রো ও ঢাকা ব্যাংক।
অন্যদিকে দরপতনের শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে প্রিমিয়ার লিজিং, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, এফএএস ফাইন্যান্স, আইএসএন লিমিটেড, হামিদ ফেব্রিক্স, একমি পেস্টিসাইডস, বিআইএফসি, আইবিএলএনআরবিএম, ফার কেমিক্যাল ও আমান ফিডস।
এ ছাড়া ক্যাটাগরি ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'এ' ক্যাটাগরিতে লেনদেন হওয়া ২০৭টি কোম্পানির মধ্যে ৫৭টির দর বেড়েছে, ১১৬টির কমেছে ও ৩৪টির অপরিবর্তিত রয়েছে।
'বি' ক্যাটাগরির ৮১টি কোম্পানির মধ্যে ১৮টির দর বেড়েছে, ৬০টির কমেছে ও ৩টির অপরিবর্তিত রয়েছে।

তিন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা ও এক ব্রোকারেজ হাউজকে বিএসইসির জরিমানা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

নিরীক্ষায় অবহেলা, আর্থিক প্রতিবেদনে জালিয়াতি এবং গ্রাহকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে তিনটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্ম এবং একটি ব্রোকারেজ হাউজসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
চলতি মাসে জারি করা পৃথক কয়েকটি আদেশের মাধ্যমে এ দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। বিএসইসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেড এবং ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের আর্থিক প্রতিবেদনে বড় ধরনের গরমিল থাকা সত্ত্বেও '?স্বচ্ছ' নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদানের দায়ে তিনটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষকদের নির্দিষ্ট মেয়াদে নিষিদ্ধ করেছে বিএসইসি। তদন্তে দেখা গেছে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান মাহফেল হক অ্যান্ড কোম্পানি ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ২০১৮ হিসাব বছরের প্রতিবেদন নিরীক্ষার সময় জমি কেনা ও এফডিআর-সংক্রান্ত তথ্যে বড় ধরনের অসংগতি এড়িয়ে গেছে। এর দায়ে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে এক বছরের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদার মো. আবু কায়সারকে দুই বছরের জন্য তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের নিরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এছাড়া রিং শাইন টেক্সটাইলের ২০১৮ হিসাব বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রায় সব আর্থিক সূচকে জালিয়াতি ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে তিন বছর এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদার মো. আব্দুস সাত্তারকে পাঁচ বছরের জন্য তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের নিরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে বিএসইসির এ আদেশ জারির আগে যেসব তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে সেগুলো এই দুই নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারবে বলে জানিয়েছে কমিশন। রিং শাইন টেক্সটাইলের ২০১৯ হিসাব বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নগদ প্রবাহ এবং শেয়ার মানি ডিপোজিট-সংক্রান্ত গুরুতর তথ্য গোপন ও অসংগতির প্রমাণ পেয়েছে বিএসইসির তদন্ত কমিটি। ফলে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান আতা খান অ্যান্ড কোম্পানিকে তিন বছরের জন্য বিএসইসির অডিটর প্যানেল থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীদার মকবুল আহমেদকে পাঁচ বছরের জন্য অডিটর প্যানেল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।একইভাবে রিং শাইন টেক্সটাইলের ২০২০ হিসাব বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড লঙ্ঘনের দায়ে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান শিরাজ খান বসাক অ্যান্ড কোম্পানিকে তিন বছর এবং এর অংশীদার রামেন্দ্র নাথ বসাককে পাঁচ বছরের জন্য অডিটর প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির অযোগ্য ঘোষণা করেছে কমিশন।
এদিকে ব্রোকারেজ হাউজ এনবিএল সিকিউরিটিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে গ্রাহকের সম্মতি ছাড়া শেয়ার লেনদেন এবং আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মোট ১৮ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বিএসইসি। কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ জানায়, এনবিএল সিকিউরিটিজ গ্রাহকদের ক্রয়-বিক্রয় আদেশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি এবং বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে।